Name of Study Area: Urban
Data type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 39:49 min.
ID: IDI_AMR305_HH_U_18 July 17
Demographic information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	20	Class-VIII	HDM	25,000 BDT	19 Months-Female	70 Years-Male	Bangali	Total=3; Child-1, Wife (Res.), Husband, Father-in-law

প্রশ্নকর্তা: তো কেমন আছেন আপা?

উত্তরদাতা: ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তা: আমার নাম ...., আমি আসছি মহাখালীর কলেরা হাসপাতাল থেকে আর এই গবেষণা কাজটা করছি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে। এটা করতে গিয়ে আমরা কিছু বিষয় জানবো মানে কিছু কথা বলবো আরকি আপনার সাথে। আচ্ছা, আপার পেশা কি?

উত্তরদাতা:গৃহিণী।

প্রশ্নকর্তা: আপা একটু জোরে বলতে হবে।

উত্তরদাতা: গৃহিণী।

প্রশ্নকর্তা: গৃহিণী। আচ্ছা। আর এখানে কতজন থাকেন একসাথে?

উত্তরদাতা: তিনজন থাকি। আমার মেয়েসহ চারজন।

প্রশ্নকর্তা: মেয়েসহ আরকি। মেয়েসহ চারজন। কে কে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: আমার শ্বশুড়, আমি আর আপনার ভাইয়া।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তারমানে আপনারা হচ্ছেন তিনজন আর...

উত্তরদাতা: আর আমার মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা: আর এই বাড়িতে কি মাঝে মাঝে কেউ এসে থাকে?

উত্তরদাতা: না, আমরা আমরাই থাকি। আমার শ্বাশুড়ি হঠাৎ আসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তবে বেশি না।

প্রশ্নকর্তা: মাসে কতবার হবে?

উত্তরদাতা: মাসে না দুই-তিন মাস পরে একবার।

প্রশ্নকর্তা: দুই-তিন মাস পরে একবার। আর কেন উনি ওখানে আর চাচা এখানে কেন?

উত্তরদাতা: মানে আমাদের দেশে অনেক কিছু আছে, আমরা এখানে থাকতেছি আর ওরা এখানে ব্যবসা করতেছে এজন্য এখানে থাকতেছি। এখানে থাকা অসুবিধা, খাওয়ার অসুবিধা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এখানে আপনার পরিবারে ইনকাম করার লোক কে কে ?

উত্তরদাতা: আমার হাস্‌ব্যান্ড আর আমার শ্বশুড়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনার হাস্‌ব্যান্ড কি কাজ করে?

উত্তরদাতা: .... ইন্টারন্যাসনালে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, চাকরি করে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার শ্বশুড়?

উত্তরদাতা: আমার শ্বশুড় চায়ের দোকান দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, চায়ের দোকান আছে। আপনাদের ইনকাম কত হবে এই দুজনের মিলে মাসে, আনুমানিক?

উত্তরদাতা: এই ২০-২৫ হাজার হবে, ২৫ ই ধরে রাখেন।

প্রশ্নকর্তা: ২৫ ই দিবে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এটা একটু বলেন এটা কি আপনাদের ভাড়া বাসা?

উত্তরদাতা: ভাড়া।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ভাড়া, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার পরিবারের মধ্যে আর কি কি আছে এই যে, আসবাবপত্র?

উত্তরদাতা: আমার ভাসুররা আছে, আমার ননদরা আছে...

প্রশ্নকর্তা: না না। আসবাবপত্র বলছি মানে জিনিসপত্র কি কি আছে?

উত্তরদাতা: এই যে ঘরে দেখেন, কি কি বলবো...

প্রশ্নকর্তা: ফ্রিজ?

উত্তরদাতা: ফ্রিজ, তারপরে শো'কেস, ড্রেসিং টেবিল, র‍্যাক, টিভি...

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: এগুলোই আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে এই যে চারজন একসাথে থাকেন, এই চারজনে সবাই কেমন আছেন এখন?

উত্তরদাতা: সবাই সুস্থ, ভালোই আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এই যে আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বা আপনি নিজে সবাই কি সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, সবাই সুস্থ আছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, যেহেতু আপনি বাড়ির মধ্যে থাকেন, সবার দেখা-শোনা আপনি করেন এটা একটু বলেন কিভাবে বুঝতে পারেন এরা যখন অসুস্থ হয়, নিজেদের কাজ করতে গিয়ে?

উত্তরদাতা: অসুখতো আপনার হঠাৎই হয়, সবসময় তো আর হয় না।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: আমরা নিজেরা সবসময় সেভ মত চললে আমরা সুস্থ থাকবো।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: এজন্য আমরা সব সময় সেভ মত চলি, আমাদের অসুখ কমই হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন আপনার শ্বশুড় যখন কখনো অসুস্থ হয় তখন সেটা কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: তখন উনি বলে যে আমার ঠান্ডা লাগছে, জ্বর, এছাড়া অন্যকোন অসুখ হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর আপনার স্বামী?

উত্তরদাতা: আমার স্বামী আল্লাহ্‌র রহমতে এখনো সুস্থই আছে, এখনো কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন কোন ধরনের অসুবিধা বা জ্বর হলো সেগুলো কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: উনি বলে তখন বুঝতে পারি, আমি তো মানে উনি সকাল ৬টায় যায় আর রাত্রে ৯টায় আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ৯টা/১০টায় আছে তখন উনি না বললে আমি তো আর বুঝবো না।

প্রশ্নকর্তা: হু হু, সেটাই।

উত্তরদাতা: উনারা বলে তারপরে বুঝতে পারি।

প্রশ্নকর্তা: উনারা বললে তারপরে বুঝতে পারেন।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: আর এই মেয়ের?

উত্তরদাতা: মেয়ের আল্লাহ্‌র রহমতে সুস্থয় আছে। ও জন্মের পরে দুইবার শুধু... একবার পাতলা পায়খানা হয়ছে আর মাঝে মধ্যে নাক দিয়ে পানি পড়ে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর অন্য কোন অসুবিধা নেই? জ্বর বা অন্য কোন ধরনের অসুবিধ?

উত্তরদাতা: না না, ওগুলো নেই। জ্বর অনেক আগে একবার হইছে আর হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে নিজেরটা বলেন এখন?

উত্তরদাতা: আমার নিজের অসুস্থটা?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

----------০৫:০০ মিনিট

উত্তরদাতা: আমার মাঝে মধ্যে আপনার...আমার নাকের ভিতর মাংস বেড়েছে,

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: ওটাই আর কোন সমস্যা নেই। যখন কোন পরিষ্কারের কাজ করি কিংবা ঘরটা পরিষ্কার বা মোছা করি তখন ঠান্ডা লাগে নাকে দিয়ে পানি পড়ে খালি।

প্রশ্নকর্তা: হু, ওই যে ধুলা লাগলে?

উত্তরদাতা: হু, ধুলা লাগলে। তখন আমার এই অবস্থাটা হয় এমনি আমি সুস্থই আছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর ধরেন এই যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়া যায় এটা বলা যায় না কখন যে মানুষের অসুখ হয়।

উত্তরদাতা: হু হু

প্রশ্নকর্তা: এই রকম অসুখ হলে আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতা: আমরা তখন যায় আবেদা হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওখানে কোন ডাক্তারের কাছে? বা কোন নির্দিষ্ট ডাক্তার আছে যেখানে আপনারা সব সময় যেতে পছন্দ করেন?

উত্তরদাতা: আমার ডা:২৬ স্যারকে দেখায় সব সময়।

প্রশ্নকর্তা: কে নাম বললেন?

উত্তরদাতা: ডা:২৬স্যার।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আবেদা হাসপাতালের কোন ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা: ডা:২৬ স্যারের কাছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, উনি কি এমবিবিএস ডাক্তার না?

উত্তরদাতা: হু, উনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, সেটা কি শুধু বাচ্চা অসুস্থ হলে নাকি আপনি নিজে অসুস্থ হলে?

উত্তরদাতা: আমি, আমার শ্বশুড়- আমরা দুইজন। আমার শ্বশুড় আবার স্ট্রোক করেছিলো

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: উনি স্ট্রোক করেছিলো, তখন আমরা উনারে হৃদরোগে নিয়েছিলাম, তারপরে আমরা সোহরাওয়ার্দীতে নিয়ে গেছিলাম আমরা। তারপরে আবেদাই নিয়ে গেছি, আবেদাই সরকারি টঙ্গী মেডিকেলে...

প্রশ্নকর্তা: হু?

উত্তরদাতা: সরকারি মেডিকেলে নেওয়ার পরে হৃদরোগে পাঠায় দিয়েছে, এরপর থেকে আর আমার শ্বশুড় ডা:২৬ স্যারকে দেখায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওই যে সোহরাওয়ার্দীতে দেখায়, ওখান থেকে ওরা চিকিৎসা করে দেয়, পরে ঔষধ আমরা নিজেরা নিয়ে নিই মাসে তিন হাজার টাকার ঔষধ লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: ঔষধ আমরা নিজেরা কিনে নিই।

প্রশ্নকর্তা: ওটা হচ্ছে আপনার শ্বশুড়ের ক্ষেত্রে, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: প্রথমে এখানে আবেদার এখানে দেখায়ছিলেন, পরে এখানে না হয়ে আপনারা সোহরাওয়ার্দীতে দেখায়ছেন।

উত্তরদাতা: হু, উনাকে পাঠায়ছে।

প্রশ্নকর্তা: আর এখন সোহরাওয়ার্দীতেই দেখাচ্ছেন, আরকি?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর ধরেন আপনার স্বামী যখন অসুস্থ হয়, তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতা: আমার স্বামী এখনো...ফামার্সী থেকে ঔষধ নিয়ে এসে খায়...বড় কোন অসুখ এখনো হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: ওই রকম ডাক্তারের কাছে যাওয়ার...

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোন সিচোয়েশন আসে নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো আপনি নিজে কোন ডাক্তারকে...

উত্তরদাতা: আমি ডা:২৬ স্যারকে দেখায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর আপনার মেয়ের জন্য?

উত্তরদাতা: আবেদার নিচে উনি ডা:২৭ উনাকে দেখায়।

প্রশ্নকর্তা: ডা:২৭ উনাকে দেখান, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি রকম ডাক্তার?

উত্তরদাতা: শিশু বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনারা সরাসরি...যখনই অসুস্থ হন তখন আবেদায় যান, ওখানে বেশি যান।

উত্তরদাতা: হু, ওখানে বেশি যায়।

প্রশ্নকর্তা: তো এই সিদ্ধান্তটা কার থাকে, যাওয়ার সিদ্ধান্ত?

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্ত ওখানে আপনার ভাইয়ের ওখানে এসআর আছে, ওরা বলে দেয় কোন জায়গায় ভাল ডাক্তার বসে। মানে ওর অফিস থেকে ফোন করে জেনে নিই, জেনে নিয়ে কোন জায়গায় ভাল ডাক্তার বা খারাপ ওগুলো জেনে নিয়ে...ওরা যেটা বলে আমরা সে জায়গায় যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আমরা বেশি না যে জায়গায় যে মানুষ অসুস্থ হয় আমরা অফিস থেকে হ্যাল্প নিই, নেওয়ার পরে আমরা উনারা বলে দেয়, উনারা বলে দিলে ডাক্তাররা ফিসও কম নেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। উনিতো ড্রাগ কি যেন...ড্রাগ...

উত্তরদাতা: ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালে চাকরি করে।

প্রশ্নকর্তা: হুম, ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালে চাকরি করেন, এজন্য না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে আপনারা সরাসরি এখন তো...মানে অনেক দিন থেকে তো আবেদাতে দেখান, তারপরও সিদ্ধান্ত তো...উনারা দেখায় দেয় আরকি...সিদ্ধান্ত তো আপনাদের নিতে হয়, না? মানে বাড়ির কার সিদ্ধান্ত থাকে?

উত্তরদাতা: আমারই সিদ্ধান্ত থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার?

উত্তরদাতা: আমারই সিদ্ধান্ত থাকে। যে কোন লোকের অসুস্থটা দেখা দেয় আমাকেই নিয়ে যেতে হয়। আর পুরুষরা সবাই সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকে।

প্রশ্নকর্তা: কাজে ব্যস্ত থাকে।

উত্তরদাতা: এজন্য আমার সিদ্ধান্তে সবকিছু হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনি নিয়ে যান আরকি কিন্ত সিদ্ধান্ততো আপনার স্বামী নিয়ে নেয়, কোথায় নিয়ে যেতে হবে এগুলো?

উত্তরদাতা: না উনি এসব কথা বলেন না। কোথায় নিয়ে যেতে হবে বললে বলে তোমার যেখানে ভাল মনে হয় সেখানে নিয়ে যাও, আর তোমার টাকার দরকার হলে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দিবো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন আমি কারো কাছ থেকে জিজ্ঞাস করি বা নিজে নিজে হাসপাতালে যায় গিয়ে বলি আপনাদের এখানে কি ভাল কোন মেডিসিনের ডাক্তার আছে? ওই কাউন্টারে জিজ্ঞাস করি ওরা বলে তখন আমি সেখানে নিয়ে যায়। আর আমার স্বামীর এত টেনশন থাকে না।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ হ্যাঁ। তারমানে সিদ্ধান্তটা, এখান থেকে সিদ্ধান্তটা আপনাই থাকে?

উত্তরদাতা: হু। সবার বেলাই আমি দেখি। আমার মেয়ে বা আমার শ্বশুড় সবাই বেলায় আমি দেখি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে এটা একটু বলেন যে যখন ওখানে ডাক্তার দেখাতে যান আর সেই ডাক্তাররা আপনাকে একটা প্রেসক্রিপশন দেয় ওই প্রেসক্রিপশনের ঔষধগুলো কিভাবে কিনেন এই সিদ্ধান্তটা কার থাকে?

----------১০:১৮ মিনিট

উত্তরদাতা: ওগুলো আমি নিয়ে যায় আমাদের পরিচিত ফার্মাসী আছে, ওখানে যায়, যেয়ে ওই ফার্মাসী থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন ওখানে তো আর একটা ঔষধের নাম লিখে না সাধারণত দুই বা তিনটা ঔষধের নাম লিখে তখন ওই দুই-তিনটা ঔষধের কোনটা আনবেন বা কোনটা আনবেন না বা কোনটা বেশি কাজে লাগবে- এরকম সিদ্ধান্ত কে নেয়?

উত্তরদাতা: ওগুলো আমি নিই। আমি করি কি দশ দিনের ঔষধ আনি। এগুলো আগে খেয়ে সুস্থ হয়ে নিক তাহলে পরের সবগুলো নিয়ে আসবো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে যতদিনেই দিক আপনি দশ দিনের নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতা: আগে নিয়ে আসি দশ দিনের পরে সুস্থ হলে বেশি করে ঔষধ নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আপনার সুস্থ না হলে তো শুধু শুধু বেশি ঔষধ নিয়ে এসে তো আমার দরকার নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এ কারণে আমি এভাবে ঔষধ নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ধরেন আপনাদের পরিবারের মধ্যে কারোর হঠাৎ করে ঔষধের দরকার লাগলো, হ্যাঁ?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তখন সেই ঔষধ কোথা থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: স্টেশন রোড থেকে।

প্রশ্নকর্তা: হু?

উত্তরদাতা: স্টেশন রোড থেকে।

প্রশ্নকর্তা: স্টেশন রোডের কোন নির্দিষ্ট দোকান বা ফার্মাসী আছে?

উত্তরদাতা: হু, আছে।

প্রশ্নকর্তা: কি নাম?

উত্তরদাতা: উনার নাম হচ্ছে ....।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ...এর দোকান থেকে।

উত্তরদাতা: এটা আমরা ওই জায়গা থেকেও আনি আবার টঙ্গী বাজার থেকেও আনি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: দুই জায়গা থেকেই ঔষধ নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। কোন জায়গা থেকে বেশি ঔষধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: ..... এর দোকান থেকে।

প্রশ্নকর্তা: ....এর দোকান থেকে। তো সর্বশেষ কার জন্য...ওই যে মোমিনের দোকান থেকে আরকি যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কার থাকে? .... থেকে যে ঔষধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: .... আপনার ভাইয়ের বন্ধু একারণে উনার থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা আচ্ছা। এছাড়া অন্য কোন সুবিধা আছে কিনা আরো, এটা ছাড়া?

উত্তরদাতা: না অন্য কোন সুবিধা দেয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। শুধু পরিচিত তাই উনার কাছ থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: পরিচিত তাই।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া সর্বশেষ কার জন্য ঔষধ নিয়ে আসছিলেন, একটু মনে করে দেখেন?

উত্তরদাতা: সর্বশেষ আমার শ্বশুড়ের জন্য নিয়ে আসছি। প্রত্যেক মাসে আমার শ্বশুড়ের জন্য তিন হাজার টাকার ঔষধ নিয়ে আসা লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওই যে স্ট্রোক করছে এজন্য ঔষধ লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তিন হাজার টাকার ঔষধ লাগে প্রতি মাসে। এটা কি প্রতি মাসে কিনেন নাকি ...

উত্তরদাতা: এক সাথে সম্ভব না, আপনার ভাইয়ের সেলারি তো কম আর বাবু মায়ের দুধ খায় না, আর ওরও প্রতিমাসে খরচ মিলে তিন থেকে চার হাজার টাকা লাগে আর ওখানেই তো সব টাকা যায় আবার ভবিষ্যৎ আছে, না?

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: আবার আমার আর বাচ্চা হবে না এটাই শেষ।

প্রশ্নকর্তা: ও! আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওই সময় আমার অনেক সমস্যা দেখা দিছে

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: এই একটা বাচ্চায় শেষ ডাক্তার বলেছে, আর নেয়া যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: ও!

উত্তরদাতা: আল্লাহ্ যদি কখনো হুকুম করে তখন হবে আর না হলে হবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর না হলে হবে না। আচ্ছা। তাহলে আপনি যে ঔষধগুলো নিয়ে আসেন সেগুলো দশ দিন, দশ দিন করে নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: আর সর্বশেষ নিয়ে আসছেন আপনার শ্বশুড়ের জন্য। কত ধরণের ঔষধ নিয়ে আসছিলেন?

উত্তরদাতা: ওই প্রেসক্রিপশন আছে, আমার মনে নেই। ধরেন দশ পদ (ধরণের) হবে। দশ বা আট তো হবেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এই ঔষধগুলো খাওয়াই কে উনাকে?

উত্তরদাতা: আমিই দিই, রাত্রে বেলা দিই, আর দুপুর বেলা উনি নিজেই খায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। উনার কি যেন সমস্যা হয়েছিলো বলেছেন?

উত্তরদাতা: স্ট্রোক করেছে উনি।

প্রশ্নকর্তা: কত দিন আগে হবে এটা?

উত্তরদাতা: নভেম্বরের ৬ তারিখে।

প্রশ্নকর্তা: নভেম্বরে। তারমানে গত বছর।

উত্তরদাতা: হু। ২০১৬ সালে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর এখন ২০১৭ সাল।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: আর এখন কেমন আছেন উনি?

উত্তরদাতা: এখন আছে সুস্থ আর এখন বলতেছে আগের চেয়ে ভাল আছে, আগের মত হয়ে গেছে গা। আর যখন ধরেন বুকে ব্যথা করে, তখন ধরেন গ্যাসটিকের ঔষধ খায় তখন ধরেন একটু সুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তা হলে হচ্ছে সর্বশেষ আপনার শ্বশুরের জন্য দশ দিনের ঔষধ নিয়ে আসছিলেন। এটা কি দশ দিন আগে হবে; নাকি কয়দিনের জন্য?

উত্তরদাতা: কালকে আনছি।

প্রশ্নকর্তা: গতকালকে। আচ্ছা। তার মানে তো উনার কি মাঝে মাঝে ঔষধ ও কি বাদ যায় কিনা? খাইতে আরকি।

উত্তরদাতা: খাইতে বাদ যায় না।

প্রশ্নকর্তা: যেহেতু দশ দিনের নিয়ে আসেন আরকি।

উত্তরদাতা: আমি এই দশ দিনের ঔষধ দুই দিন থাকতে আবার নিয়ে আসি যায়ে।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আপনার যেহেতু রোগটা একবার ধরা খাইছে; উনি যেই কয়দিন বাইচা আছে, আমাদের যে কয়দিন তৈফিক আছে; আমরা সেই কয়দিন খাওয়াইয়া যাই। পরেরটা তো বলা যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: হে হে। পরেরটা তো বলা যাবে না। আচ্ছা তা হলে হচ্ছে যে সর্বশেষ আপনারা উনার কাছ থেকে নিয়ে আসছেন; যেটা হচ্ছে কি যেন নাম বলছিলেন উনার নাম?

উত্তরদাতা: .....।

----------১৫:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: ....। তো উনার কি উনার দোকানে কত ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়, মানে কি কি ধরনের?

উত্তরদাতা: উনিতো লেইখ্যা রাখছে মানে দেশি বিদেশী সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তাহলে তো সব ধরনের ঔষধই উনার কাছে যেহেতু দেশি বিদেশী পাওয়া যায়, না?

উত্তরদাতা: হুম

প্রশ্নকর্তা: তা এইটা একটু বলেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ সম্পর্কে আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতা: শুনছি।

প্রশ্নকর্তা: এ কি বলে এটা? এটা সম্পর্কে একটু আমাকে বলেন।

উত্তরদাতা: আমি শুনছি যে, এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেলে আপনার দুই দিকে সুবিধা শুনছি। একদিকে পাতলা পায়খানা, একদিকে জ্বর। এগুলা হইলে আপনার এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাইলে ভাল হয়ে যায় এইটা শুনছি। এই দুইটায়। আমি আর বেশি জানি না।

প্রশ্নকর্তা: মানে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কি? এটা সম্পর্কে জানেন?

উত্তরদাতা: না জানি না।

প্রশ্নকর্তা: একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এই দুইটায় জানি যেহেতু পাতলা পায়খানা আর জ্বর ভাল হয়ে যায়। এই দুইটায় জানি। বেশি জ্বর হলে এই দুইটা খাইলে ভাল লাগে আরকি।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে কি বেশি জ্বর হলে; কম জ্বরে না?

উত্তরদাতা: কম জ্বরে নাপা, তারপরে এইচ ফাইলটা খাওয়াইলে দুইটায় উপকারিতা; এই জন্য ও গুলা বেশি দরকার, এন্টিবায়োটিকটা বেশি দরকার পড়ে না।

প্রশ্নকর্তা: হু হু । কিন্তু আপনার বেশি জ্বর হইলে এন্টিবায়োটিক দিতে হয়।

উত্তরদাতা: হে

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর তার মানে তো আমরা বলতে পারি আপনি যেটা বলছেন এন্টিবায়োটিক এ সম্পর্কে আপনি শুনছেন যে বেশি জ্বর হইলে তখন এন্টিবায়োটিক দিতে হয়। আর ডায়রিয়া হইলে।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক কেন দেয়া হয় এটা জানেন?

উত্তরদাতা: না। জানি না। আমি এমনে ডাক্তারের মুখে শুনছি যে, এন্টিবায়োটিক খাইলে সুস্থ হয়; আর বেশি কিছু জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন কোন বললেন তো ডায়রিয়া আর জ্বরের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। শরীরে কিভাবে কাজ করে এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা: ঐটা খাওয়ানোর সাথে সাথে ধরেন ইয়া করে; এই যে জ্বরটা এখন খাওয়াই দিছি; দুই এক ছোট বাচ্চাতো ওরে দুই চামিচ কিবা দুই চামিচ দেয় না। আধা চামুচ এক চামুচ দেয়। খাওয়ার সাথে সাথে জ্বর কমে যায়। আবার পাতলা পায়খানার ক্ষেত্রে কিবা দিনে তিনবার, দুইবারই লেখে রাতে একবার, সকালে একবার। তখন খাওয়াইলে সাথে সাথে একদিন পরেই ধরে। সাথে সাথে আপনার কমই ধরে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। সাথে সাথে কম ধরে।

উত্তরদাতা: সিপ্রোক্সিন ফাইলটা আছে, ঐটা আপনার খাওয়াইলে আগে দেখছি সাথে সাথে ধরছে। আমি একবারই খাওয়াইছি ওর একবারে। ও সময় একবারই খাওয়াইছি পরে দেখছি সুস্থ হয়ে গেছে গা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তার মানে হচ্ছে শরীরে কাজ করে বলতেছেন কিভাবে?

উত্তরদাতা: শরীরে কাজ করে আপনার এই যে-----

প্রশ্নকর্তা: এই যে বলতেছেন একবার খাওয়াইছিলেন সিপ্রোক্সিন।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ সিপ্রোক্সিনটা আপনার একবারই খাওয়াইছি। ঐটা একবারই কাজ করছে। দিনে তিনবার খাওয়াইছি। সাথে সাথে উপকার পাইছি।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি বাবুকে খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: বাবুকে খাওয়াইছি এইটা। আচ্ছা। আচ্ছা। সিপ্রোক্সিন কি টেবলেট? ঐটা টেবলেট হবে না।

উত্তরদাতা: না। ফাইল। সিরাপ সিরাপ।

প্রশ্নকর্তা: সিরাপ সিরাপ, না?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: এটা কতদিন আগে হবে?

উত্তরদাতা: কত দিন? ওর যখন নয় মাস এ পড়ছে তখনখা। অনেকদিন আগে।

প্রশ্নকর্তা: অনেকদিন আগে। এখন তো ওর কয় মাস চলতেছে ?

উত্তরদাতা: ওর উনিশ মাস চলতেছে।

প্রশ্নকর্তা: উনিশ মাস চলতেছে। সে তো অনেকদিন হলো। দশ মাস আগে খাওয়াইছিলেন। আচ্ছা। তো এই যে ইয়া এন্টিবায়োটিক, তার মানে শরীরে প্রথমে বললেন ঠিকভাবে কাজ করছিল। পরে কি আবার খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা: ওর একবার জ্বর হইছিল। ওরে দেশে গেলে দেশের পানি খাওয়াইলে। দেশের পানি ওর সহ্য হয় না। তারপর দেশে ওর যাইলে ওর কি করে বমি করে, নাকে দিয়ে পানি পড়ে যায়, জ্বর আইসা যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এখানকার পানি?

উত্তরদাতা: না এখানকার পানি না। এইখানে তো ওর জন্মের থেইকা ইয়া করা। এখানে ওর সহ্য হয়। দেশে গেলে ওর ঐ জায়াগায়-----

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। আচ্ছা। কোথায় আপনাদের দেশের বাড়ি?

উত্তরদাতা: ....। আমাদের দেশের পানিটা হচেছ ঐ যে আপনার একটা আছে ডিপ কল বলে মানুষে, ঐ কলের পানি ও ফিল্টার করে খাওয়ায়ে দেখছি কিছু হয় না।

প্রশ্নকর্তা: ওর ঠান্ডা লাগে।

উত্তরদাতা: বমি হয় শুধু। নাকে মুখে বমি ছাড়ে। তখন থেইকা আমি দেশে থেকে বেশি থাকি না। আমি যাইলে দেশে এইখান থেকে পানি কিনা যায়; কিবা দেশে মাম পানি, ফ্রেশ পানি কিনতে পাওয়া যায় ওগুলা খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওগুলা খাওয়াইলে ও সুস্থ থাকে। বেশি ঔষধ লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐ জায়গায় যায়ে যেখান থেকে আপনারা ঔষধ কিনেন আরকি বা যেখান থেকে ঔষধ কিনেন, এন্টিবায়োটিক ঔষধ কিনতে গেলে তখন কি প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন কি? উনি আপনার আগে আর কি ডাক্তারের ইয়া ছিল আরকি। তখন উনি নিজে পারমিসি দিছে। তখন উনাকে যায়ে বলি ভাইয়া ওর পাতলা পায়খানা। আমি ওরে বেশি ডাক্তার দেখাই না। ওর কোন সমস্যা হইলে, ওর ছোটবেলা থাকতে আপনার একদিন খালি আনোয়ার ডাক্তারকে দেখাইছিলাম। তখন খা ওর নাভি শুকাইতেছে না। তখন দেখাইছি।

----------২০:১৪ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আপনার আজকে এই নয় মাসে এই যে উনিশ মাসে উনার কাছেই দেখাইতেছি। অন্য কোন জায়গায়----

প্রশ্নকর্তা: এই যে ইয়ে মোমিন, মোমিন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ পারমেসিতে দেখাইছি। অন্য কোন জায়গায় আর দেখাই নাই। উনার কাছ থেকে সব কিছু করছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: উনি অসুখ ভাল হইছে। আমার মেয়েকে খাওয়ানোর সাথে সাথে আল্লাহ্ও রহমতে উপকার পাইছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যখনই বাবু অসুস্থ হয়, আপনারা ..... কাছে যান?

উত্তরদাতা: হে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ একটু হালকা মাথা ব্যথা কিবা ঘাড় ব্যথা; স্বাভাবিক হইতেই পারে। ওগুলার জন্য কিবা মারাত্মক জ্বর টর উনার কাছে যাইলে দেখি ভালই উপকার পাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আমাদের বেশি ডাক্তার দেখানো লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তার মানে তো আপনাদের কার ও হালকা হোক, বড় ধরনের হোক, একটু অসুস্থ হলে আগে মোমিনের কাছে যান সবার আগে। আচ্ছা। তো মোমিনের কাছে আগে কেন সবার আগে যান?

উত্তরদাতা: উনি আপনের আমার মেয়ের প্রতি উপকার পাইছি: তাই আমরা সবাই এখন ওর কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা: আগে একবার উপকার পাইছেন; এই জন্য আপনার বিশ্বাস এসে গেছে ওখানে।

উত্তরদাতা: ওর কাছে যাইলে আমার মেয়ে সুস্থ হইছে। আমি ও ওর কাছে যাইলে লোকে আমার বাসায় আমার ভাসুর আছে, আমার ননদ আছে, পাশে থাকে। ওরা আবার সবকিছু ইয়ে করে। ওদের ও দেখাই দিছি। ওরা আল্লাহ্‌র রহমতে অনেক উপকার পাইছে। আমরা আগে আনোয়ার ডাক্তারে দেখাইতাম। এখন ওর কাছে যেহেতু দেখাইয়া উপকার পাইছি; এখন ডা:২৭ বাদ দিয়া দিছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওখন এই .... কাছেই যাইতেছি।

প্রশ্নকর্তা: সে কি এমবিবিএস ডাক্তার?

উত্তরদাতা: কিছুই না। হেয় এমনে আপনার আয়ে পাশ করছে। এমনি শিক্ষিত আছে; বেশি ও না আবার।

প্রশ্নকর্তা: হেয় হেয় হেয় হেয়।

উত্তরদাতা: হের পরে মনে হয় হেয় কয়েকদিন ছিল ডাক্তারের সাথে ছিল। উনাদের পিছনে ডাক্তার ছিল, উনি সামনে পারমেসি দিয়া বসছে। উনার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ডাক্তারের সাথে থাকতে থাকতে। কোনটায় কোন ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কত সালের অভিজ্ঞতা তার?

উত্তরদাতা: ওইটা আমি বলতে পারি না। আমার সাথে যাস্ট আজকে চার বছর পরিচয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তার মানে তো চার বছর হইলেও তো অনেক দিন হইল। আপনার সাথেই চার বছর। হয়ত এর আগে থেকে সে শুরু করছে।

প্রশ্নকর্তা: হে অনেকদিন আগে থেকে হেয় দোকানদারি করতাছে এই জায়গায়।

উত্তরদাতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে উনার কাছ থেকে উনি প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন লেখে না।

প্রশ্নকর্তা: লেখে না। উনার কাছে গিয়ে বললেই উনি দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা: বললেই উনি ঔষধ দিয়া দেয়। কয় বেলা খাইবেন, কি করবেন।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ ও উনি দেয়?

উত্তরদাতা: উনিই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তাহলে আপনার কি কোন নিদিষ্ট এন্টিবায়োটিক আছে। যেমন একটু আগে সিপ্রোক্সিন এর কথা বললেন হে। নিদিষ্ট কোন এন্টিবায়োটিক আছে; যেটা আপনি বাচ্চাকে খাওয়াইতে পছন্দ করেন? ধরেন ডায়রিয়া হইলে এইটায় দেন। ডাক্তার হয়তো অন্য কিছু দিচ্ছে; তখন বলেন যে না আমাকে এইটায় দেন। এ রকম কিছু বলেন কিনা? আপনার পছন্দ আছে কিনা?

উত্তরদাতা: এ রকম বলি আমার তো একবারই হইছিল; আমি আইনা খাওয়াইছি ওখনতো দেখি হেই-----

প্রশ্নকর্তা: একবারই হইছিল বললেন।

উত্তরদাতা: ঐ একবারই হইছে। তারপরে ঐ ফাইলটা আমি অখন ও রাইখা দিছি।

প্রশ্নকর্তা: আচছা। আচ্ছা। কেন রাখছেন?

উত্তরদাতা: যদি মনে না থাকে। আবার অন্য কোম্পানীর দিয়া দেয়; তার জন্য আমি রাইখাদিছি। ঐটা কোন সময় হইলে আমি সবাইরে---

প্রশ্নকর্তা: এইটাই।

উত্তরদাতা: হে নিজেদের। আমার দেশে আমার দুই বইন আছে; ঐখানে আমার বোনের বাচ্চা, আমার ননদের বাচ্চা, সবাই সিপ্রোক্সিনটা আমার মাইয়্যার উপকার পাইয়া সবাই আইনা খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে কি ডাক্তার বলার আগে আপনি বলে দিছেন এ জন্য-----

উত্তরদাতা: আমি বলছি যে এইটা আইনা খাওয়াইয়েন; এইটা খাওয়াইলে সুস্থ হইয়া যাব গা।

প্রশ্নকর্তা: তো এ জন্য উনারা খাওয়ান?

উত্তরদাতা: হে উনারা খাওয়ান।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে শুধু যে আপনার সিপ্রোক্সিনই বেশি পছন্দ বলা যায়; নাকি?

উত্তরদাতা: জ্বি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এইটা একটু বলেন পরিবারের মধ্যে কার জন্য সর্বশেষ এন্টিবায়োটিক আনছেন? এন্টিবায়োটিক ঔষধ।

উত্তরদাতা: আমার শ্বশুর ও খায়।

প্রশ্নকর্তা: উনি ও তো এন্টিবায়োটিক খায়।

উত্তরদাতা: ওগুলাতো বুঝতে পারি না আমি। আমি খালি সর্বশেষ আমার মেয়েরে এনে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মেয়েরটা বুঝতে পারেন; কিন্তু ঐযে শ্বশুরের ঔষধগুলা বুঝতে পারেন না কোনটা এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা: উনারতো কয়েক পদের ঔষধ দিতাছে। খাইতাছে। এ জন্য।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে আপনি কি কোনটাই বুঝতে পারেন না; উনার কোনটা এন্টিবায়োটিক, কি এন্টিবায়োটিক না?

উত্তরদাতা: হে হে এইট আমি বুঝতে পারি না। কিললাইগা আপনি আমারে একবার আমি তো আবার একটু পড়াশুনা করি নাই।

প্রশ্নকর্তা: যেটা বলছিলাম আমরা তারমানে আপনার শ্বশুরের ইয়াগুলা বলতে পারেন না। আপনার শুধু আপনার মেয়েরটা মনে আছে আরকি। তো আপনার কাছে কি মেয়ের জন্য যখন সিপ্রোক্সিন খাওয়াইছিলেন তখন কি কোন প্রেসক্রিপশন ছিল?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে কোন প্রেসক্রিপশন ছিল না? টাকা কত লাগছিল? দাম কত ছিল এটা মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা: ১০০ টাকা নিছে।

----------২৫:১৩ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: ১০০ টাকা না? তাহলে এইটা একটু বলেন যে, সেগুলা ব্যবহার করে হে আপনার কেমন লাগছে? সিপ্রোক্সিন ব্যবহার করে।

উত্তরদাতা: ভালই। আমার মেয়ে সুস্থ হইছে। আমি মনে করি----

প্রশ্নকর্তা: খুশি হইছেন?

উত্তরদাতা: এ ঔষধটা আমি এ জন্যই তো সবাইকে দিছি যেন আমার মেয়ে সুস্থ হইছে; আপনারা ও সুস্থ হন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তার মানে আপনার এইটা বরং এন্টিবায়োটিক যেই ইয়াটা ব্যবহার করছেন; ব্যবহার করে বরং আপনি খুশিই হইছেন। এটা বলা যায়। তার মানে মেয়ে ও তো ঐ ঔষধ খাওয়ার পরে সুস্থ হইছে বললেন না। আচ্ছা। তাইলে এটা একটু বলেন বাড়িতে কি কোন এন্টিবায়োটিক রাখা আছে এখন। মানে তুলে রাখছেন ধরেন, পরবর্তীতে বাচ্চা যদি অসুস্থ হয় বা আপনি নিজে বা ভাই বা কেউ অসুস্থ হইলে ওটা আবার খাওয়াবেন এই চিন্তা করে।

উত্তরদাতা: আমি একবার খাওয়াইছি। মানে ঐটায় আছে। আমি মানে ঐ জিনিষটা রাইখা দিছি যদি নাম টাম ভুইল্যা যাই; ঐ ঔষধটাই খাওয়ামু। কিন্তু, আপনার এমনি ভাঙ্গা ঔষধটাই। এমনি তোলা কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নকর্তা: তোলা কোন ঔষধ নাই?

উত্তরদাতা: আমি এমনি কোন তোলা ঔষধ রাখি না বাসায়।

প্রশ্নকর্তা: আচছা। আচ্ছা। ঐ যে সিপ্রোক্সিন ঔষধটা রাখছেন এইটা শুধু যদি আবার ভুলে যান নামটা এজন্য নামটা রেখে দিছেন আরকি। আচ্ছা এ রকম কি শুনছেন এন্টিবায়োটিক ঔষধে মেয়াদ থাকে, মেয়াদোত্তীনতার তারিখ থাকে, ডেইট এক্সপারায়ড ডেইট হয়? এটা সম্পর্কে একটু বলেন।

উত্তরদাতা: আপনার ভাঙ্গার পরে ঐটার সাথে একটা পানি দেয়। ঐ পানিটা আপনার ঐ ইয়া করে। ঔষধের সাথে মিক্স কইরা ভাল করে ঝাকি দিয়া খাওয়াইতে হয়। সাত দিন মেয়াদ দেয় ঐ ঔষধটার। সাত দিন পরে মেয়াদ শেষ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সাত দিন পরে মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

উত্তরদাতা: হে। তখন আমি আর খাওয়াই না। আর আমি একটাই খাওয়াইছি, ঐটা খাওয়ানোর কথা তিনদিন; একদিন খাওয়াইছি পুরা ভাল হইয়া গেছে গা। এখন পুরাটাই রয়ে গেছে। ঔষধটাই রয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: আচছা। আচ্ছা। এখন আছে?

উত্তরদাতা: মানে রাইখা দিছি। খাওয়াই নাই। ঐটাতো খাওয়ামু না।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা খাওয়াবেন না?

উত্তরদাতা: না। ঐটাতো ভাঙ্গা ঔষধ। এত দিন। আজকে দশ মাস হইয়া গেছে গা।

প্রশ্নকর্তা: আচছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন আমি এ ঔষধগুলা কি করুম।

প্রশ্নকর্তা: এই যে মেয়াদোর্ত্তীণতার তারিখ এটা কি জন্য, কোথায়, লেখা থাকে একটু বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: ঔষধের ইয়ে খোসা, গাও মানে বোতলের গায়ে ও লেখা থাকে; আপনার ইয়ার গাও লেখা থাকে। আপনার উপরে যে প্যাকেটটা আছে ঐটাতে ও লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তা: কত দিনের মেয়াদ আছে এইটা?

উত্তরদাতা: হে হে।

প্রশ্নকর্তা: আচছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: একটা কইছে ফ্রিজে রাখলে চৌদ্দদিন থাকা যাবে। আর ফ্রিজে না রাখলে সাত দিন। সাত দিনের ভিতরে শেষ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু হু। তারপরে আর খাওয়ানো যাবে না।

উত্তরদাতা: হু খাওয়ানো যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: তো এইটা একটু বলেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ হে; এইটা আমরা বলতেছি এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এন্টিবায়োটিক ঔষধ কি খাওয়াইলে মানুষের কি কোন ক্ষতি হইতে পারে? কোন ধরনের সমস্যা?

উত্তরদাতা: ঐটা আপনার এইতো জানি না আমি।

প্রশ্নকর্তা: হে

উত্তরদাতা: এইতো জানি না আমি।

প্রশ্নকর্তা: জানেন না। বলতে পারেন না। না। ধরেন কোন ধরনের খাওয়ানোর পরে কোন ধরনের অসুবিধা হইছে বা এ রকম কোন কিছু শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতা: শুনছি আবার শুনি ও নাই। ধরেন অনেক মানুষই তো এই যে এই ঔষধটা খাওয়াইলে এ রকম ক্ষতি করে। এটা খাওয়ানো যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: হে

প্রশ্নকর্তা: কি রকম ক্ষতি করে বলেন?

উত্তরদাতা: কয় অনেক সময় মানুষের কিডনি চইলা যায়।

প্রশ্নকর্তা: কিডনি?

উত্তরদাতা: হে। কিডনি চইলা যায়। এইটায় শুনছি।

প্রশ্নকর্তা: কিডনি চইলা যায় বলে, কিডনি কি নষ্ট হয় এটা?

উত্তরদাতা: হে হে। নষ্ট হইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তার মানে এন্টিবায়োটিক বেশি খাওয়াইলে মানুষের কিডনি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

উত্তরদাতা: আমি কিন্তু এমনে মুখে শুনছি। আমি কিন্তু আমার মেয়ের জন্য খাওয়াইছি আর এমনে অনেক আগে আমার ধরেন তিন বছর আগে, টাইফয়েড জ্বর হইছিল; তখন আমি চৌদ্দটা ইনজেকশন দিছি। ঐ এন্টিবায়োটিক চৌদ্দটা ইনজেকশন দিছি পরে আমি সুস্থ হইয়া গেছি গা। আর কিছু করা লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচছা। আচ্ছা। মানে আপনি নিজে ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন না?

উত্তরদাতা: হে। অনেক আগে করছি।

প্রশ্নকর্তা: অনেক আগে। কিন্তু আপনি করছেন তো। হে হে হে।

উত্তরদাতা: আমি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মত করছি। এখানে আমার অসুখ কমে না পরে আমরা দেশে গেছি। তখন দেশে আমি একজন ডাক্তার দেখাইছি। উনারে দেখানোর পরে আমি অনেক সুস্থ হইছি।

প্রশ্নকর্তা: এটা কত দিন আগে হবে?

উত্তরদাতা: তিন বছর আগে।

প্রশ্নকর্তা: কি হইছে বললেন টাইফয়েড?

উত্তরদাতা: হে টাইফয়েড জ্বর হইছিল।

প্রশ্নকর্তা: এখানে ডাক্তার দেখাইছিলেন?

উত্তরদাতা: হে এখানে দেখাইছি। অনেকদিনে সুস্থ হয় নাই। পরে-----

প্রশ্নকর্তা: উনি কি বলছিলেন যে আপনার টাইফয়েড হইছে এইটা?

----------৩০:০৩ মিনিট

উত্তরদাতা: না বলে নাই। এটা বলে নাই। বলছে যে আমার বাচ্চা পেটে হইছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন খা আমার বমি, জ্বর। তা ছাড়া আমি কিছু মুখে দিলে আমার খালি বমি আইয়ে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: পেটের ভিতর কিছুই থাকে না। আবার তখন আমার অনেক ব্লাড ভাঙ্গছে তখনখা। তখনখা উনারা বলছে যে আপনার বাবু পেটে আছে; এখন খা এই কারনেই। তো আমি বলছি আমার যে ব্লাড ভাঙ্গতাছে। ঐটা আপনার রেষ্টে থাকতে হবে । অনেকদিন আপনিতো ইয়া করছেন, ডাক্তার দেখাইছেন হয় নাই। এখনতো হঠাৎ করে নিছেন। অখন হইছে এ জন্য এ রকম হইতেছে। কিন্তু উনারা মিথ্যা কথা বলতাছে। পরে আমি এখানে কমে না দেখইখ্যা আর আমার সেবা করার কেউ নাই। আর আমার দেশে সবাই--

প্রশ্নকর্তা: হু হু হু।

উত্তরদাতা: পরে আপনার হেরা দেশে নিয়ে গেছে। ঐ জায়গা থেকে সুস্থ হইয়্যা আমি, এক সপ্তাহের ভিতরে দেশে সুস্থ হইয়া গেছি।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। হইছে আসলে আপনার টাইফয়েড।

উত্তরদাতা: আমার টাইফয়েড হইছে হেরা বলছে যে, আমার বাবু পেটে হইছে। পরে মিথ্যা কথা। আমি দেশে গেছি পরে আমার রক্ত পরীক্ষা; ঐ রক্ত পরীক্ষাগুলাই দেখছে। এরা এখানে আমারে আলট্রাসোনো কত কিছু করাইলো। আমার কিছুই সুস্থ হই নাই। পরে ঐ পরীক্ষাগুলা দেইখ্যাই আমি দেশে গেছে। ডাক্তার দেইখ্যাই বলছে যে তোমারতো টাইফয়েড হইছে। আমি গেছি এমনে যে আমার বাবু পেটে; এমনে দেশে গেলাম। হয় না। এখন পাইয়া একটা সু-খরব, পাইয়া আর ও সবাই খুশি। পরে আপনার কি করছে--

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আসলে আপনার হইছে টাইফয়েড?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ আসলে আমার হইছে টাইফয়েড। পরে আমারে ডাক্তার পরে ইনজেকশন দিছে। পরে আমি সুস্থ হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তা: পরে? হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: ঐটার পরে আমি ঐ ইনজেকশন গুলি দেয়ার পরে সুস্থ হয়ে গেছি গা। আমার আর কিছু করা লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তার মানে ঐ ইনজেকশন গুলি কি এন্টিবায়োটিক ছিল?

উত্তরদাতা: হে। হে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। আর তার মানে ঐ আপনার জন্য এন্টিবায়োটিক লাগছে। আপনার বাবুর জন্য ও লাগছে। আর এখন আপনার শ্বশুরের জন্য ও----

উত্তরদাতা: খায় কিনা এটা বুঝতেছি না।

প্রশ্নকর্তা: খায় কিনা বুঝতেছেন না? তা হলে এটা একটু বলেন এন্টিবায়োটিক যে ইয়া এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এটা সম্পর্কে কিছু শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতা: না এইটা শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিমাইক্রবিয়াল রেজিসটেন্স এ রকম কথা?

উত্তরদাতা: না ও গুলার নাম আমি শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তা হলে ধরেন এই ডাক্তাররা তো ঔষধ দেয় হে।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: এবং ঔষধের ইয়াগুলা নিদের্শনা দেয় যে কত দিনের খাইতে হবে। সাত দিনের কোর্স দিল। দিনে দুইবার করে খাবেন। এ রকম একটা নিদের্শনা কোর্স পুরা একটা ফাইল দেয়। তো এ কোর্স গুলি যদি না খায়, ঔষধগুলো; তা হলে কোন ধরনের কিছু হইতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা: এইটাতো জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কি মনে হয় সেইটা বলেন?

উত্তরদাতা: ঐটা আমি তো মনে করি; হেরে একবার খাওয়াইছি। তখন যদি হে যদি সুস্থ হইয়া যায়; তা হইলে ঔষধটা আমি খাওয়ানের দরকার মনে করি না। পরে আমি ঐ ঔষধটা খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা রেখে দিব। ঐটা দরকার মনে করেন না খাওয়ানোর।

উত্তরদাতা: না। ঐটা একবার সুস্থ হইয়া গেলে আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তার মানে, আপনি শুধু ঔষধ খাওয়ান হচ্ছে---

উত্তরদাতা: রোগটা সাইরা গেলে আমি আর কি কারনে ঔষধ খাওয়ামু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তার মানে কত দিনে ঔষধ খাওয়ান? ধরেন আপনাকে সাত দিনের ঔষধ দিল।

উত্তরদাতা: আমি যখন বাচ্চা সুস্থ হইল তখনই ঔষধ বন্ধ কইরা দেই।

প্রশ্নকর্তা: দুই দিনে সুস্থ হইলে কি করেন?

উত্তরদাতা: ঐ যে বন্ধ কইলা দেই।

প্রশ্নকর্তা: বন্ধ করে দেন? আচ্ছা। তার মানে হচ্ছে ইয়া আপনি ওটা খাওয়ান না। কিন্তু, আপনার কি মনে হয়? ঔষধ যদি ডাক্তার যেভাবে পুরা দেয়, পুরা যদি না খাওয়ান তা হলে কোন ধরনের অসুবিধা হতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা: ওইটা বেশি জানি ও না আপনার। অসুবিধা হইতে পারে কিনা?

প্রশ্নকর্তা: অসুবিধা হইতে পারে কিনা জানেন না।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তো আপনার কি ধারনা হইতে পারে কি? পারে না?

উত্তরদাতা: আমি মনে করি ঔষধটা বার বার খাওয়াইতে গেলে; বাবু মুখে দেয় না। হঠাৎ কইরা ঔষধ দিলে ও বমি কইরা দেয়। আপনার অনেক কিছু করে; এ কারনে আমি ঔষধ বন্ধ কইরা দেই।

প্রশ্নকর্তা: বন্ধ কইরা দেই।

উত্তরদাতা: বার বার বিরক্ত হইয়া যাই গা। ওরে খাওয়াইতে গেলে আর ও আমার, হেইতো নষ্ট হয়; আর ও আমার সমস্ত শরীর মাখাইয়া ফেলায়। বমি করে। বমি করলেতো আবার পোলা পাইন, ওরে একবারে আবার দূর্বল হইয়া পড়ে। বমি করে। দুইবার করলে---

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এ কারনে আমি ঔষধ একবারের বেশি খাওয়াই না। যখন সুস্থ হইয়া যায়; তখনতো আর খাওয়াই না।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে ঐ সিপ্রোক্সিন বললেন; সিপ্রোক্সিন কয়দিন খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা: সিপ্রোক্সিন একদিনই খাওয়াইছিলাম। দিন দুইবার খাওয়াইছি। যখন দেখছি পাতলা পায়খানা কমে না; তখন ঐ যে ভাইয়েরে বলছি ফোন দিয়া যে কমতাছে না। তখন কয় যে আর একবার খাওয়ায়ে দেন। তারপর আর একবার খাওয়ায়ে দিছি; তখনখা দেখি বন্ধ হইয়া গেছে।

----------৩৫:০৯ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তার কয়দিন খাওয়াইতে বলছিল?

উত্তরদাতা: হেই আমারে বলছে যে, যখন পাতলা পায়খানা বন্ধ হইয়া যাইবো গা; তখন আর খাওয়ানোর দরকার নাই। কের ঐটা খাওয়াইলে বেশি কষা হইয়া যাইবো গা বাবুর। তখন গা আমি আর খাওয়ায় নাই। ঐ খাওয়াইনি শেষ।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা তো সিপ্রোক্সিন গেল। এমনি এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো কিভাবে খাইতে হয় ঐটা?

উত্তরদাতা: না। ঐটা জানি না। আর আমরা খাই নাই এইডি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এই যে এন্টিবায়োটিক পুরা কোর্স না করলে ও কিছু হইতে পারে বলে আপনার মনে হয় না?

উত্তরদাতা: আমি খাওয়াইছি। এখন তো আল্লাহ্‌র রহমতে সুস্থই আছে। এইটা আমি আর কিছু মনেই করি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে। ঠিক আছে তাহলে। যে এ রকম ঔষধ; ধরেন এটি তো এন্টিবায়োটিক ঔষধ। নরমাল ঔষধ যদি এই যতদিনে খাওয়াইতে বলে আর কি; ঐটা না হয় বাচ্চা গেল। বাচ্চা খাইতে পারে না। কিন্তু আপনারা নিজেরা, যদি পুরা শেষ না করেন; তা হলে কিছু হবে কিনা?

উত্তরদাতা: না আমরা ঔষধ, ডাক্তার আমাদের নরমালি যে ঔষধ দেয়; ও সব ঔষধগুলি আইনা দশ দিনের দিলে পাঁচ দিনের আইনা খাইয়া শেষ। ঐ পাতার সবগুলি ঔষধ খাইয়া শেষ করি। আর কোন ঔষধ খাই না।

প্রশ্নকর্তা: মানে ধরেন তারা দশ দিনের দিল; আপনি শুধু পাঁচ দিনের এনে পাঁচ দিনের খান। আচ্ছা। যেটা বলছিলাম নরমাল ঔষধ, আপনাদের জন্য হইলে ও আপনারা পুরা কোর্স পুরা করেন না।

উত্তরদাতা: না। আমরা ঔষধ বেশি খাই না। সবাই বলে যে, ঔষধ কি বেশি খাওয়া ভাল। আর আপনার ভাই যেহেতু ড্রাগ ইন্টারন্যাশানালে চাকুরী করে,ঐ অনুযায়ী আমরা বেশি কিছু ঔষধ খাই না। কের ল্যাইগা, এক রোগের জন্য খাইছি; অন্য রোগ দেখা দিয়া দেয়। আমি যা মনে করি একটা ঔষধ খাইলে; যখন মনে করি যে, এই রোগের জন্য খাইছি। কিন্তু আসলে ঐ রোগটা উপকার হয় না। ঐ রোগটা উপকার হয় না। আমি আল্লাহ্‌র রহমতে এখন আর কোন ঔষধই খাই না। কোন ঔষধ খাইলে মনে হয় যে কোন ঔষধে আর ভালই হয় না। ঔষধই না খাইয়া থাকতে পারলে আমি মনে করি যে ভাল। আমি মনে করি যে, যেভাবে ঔষধ ডাক্তারে খাইতে বলে,ঐটার চেয়ে আমি নিজে সুন্দরভাবে চলি; আমার কোন অসুখ হবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আমি সেইফ মত চলবো। আমার কোন অসুখ হইবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। সেইটাতে একটা ঠিক। অসুখ না হইলেতো আমার ঔষধ খাওয়ার দরকার পড়ে না।

উত্তরদাতা: ঔষধ আমি খাইতে পানি না। আমার মাইয়্যা ও খাইতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা:

উত্তরদাতা: তখন খা আমরা মনে করি যে, আমরা ঔষধ না খাইয়া সুন্দর মত খাওয়া দাওয়া করি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকি; তখনকা আমাদের আর কোন অসুখ (বাচ্চার কথা শুনা যাচ্ছিল)...

প্রশ্নকর্তা: তার মানে কি ঔষধ যে ডাক্তাররা দেয়, তার মানে ওরা কি ঔষধ এমনিই দেয়? কি মনে হয় আপনার? তা হলে এত বেশি ঔষধ দেয় কেন? যেমন-১০ দিন

উত্তরদাতা: এত ঔষধ আপনার যেহেতু সর্বনিম্ন সব ডাক্তারতো ১০ দিনের বেশি ঔষধ দেয় না।

প্রশ্নকর্তা: যেটা বলছিলাম (ও বাবা)। ঐ যে ঔষধ আরকি।

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে যাই আপনার ঔষধের লাইকা। উনারা ঔষধ দেয়; অনেক সময় উপকার পায়। অনেক সময় উপকার পায় না। এ কারনে আপনার ইয়া করি; যেহেতু আমরা এই ঔষধটা খাইলে তো আমি বেশি উপকার পাই না, সেহেতু আমার এই ঔষধটা বেশি খাওয়ার দরকার নাই। আর আমরা এক কথায় কি, আমরা সব কিছু সেইফ মত চলাফেরা করি; এ কারনে আমাদের অসুখ কম হয়। এত বেশি ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় না আমাদের।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো ঔষধ ধরেন আপনার; এইটাই বলছিলেন, ঔষধ কেন এত বেশি দেয়? আমি এটাই জানতে চাচ্ছিলাম সেটা।

উত্তরদাতা: উনারা ঔষধ অনেক বেশি দেয়। এ কারনে আমরা, প্রায় সেইফ মত চলি। ডাক্তারের কাছে আমরা কমই যাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে কেন দেয় আরকি? মানে আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: আমার মনে হয়। উনারা বলি যে, আজকে এই সমস্যাটা। এই সমস্যাটার লাইগা আমারে এতগুলি ঔষধ দিব কের লাইগ্যা। আমার মনের ভিতর এইটায় আসে যে, আমি এতগুলি ঔষধ খামু না। ডাক্তারের কাছে ও যামু না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আচ্ছা। তা হলে এ জন্যই হচ্ছে আপনি এগুলি করেন? না?

উত্তরদাতা: হে। দেখ কেডা আইছে।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে আপা। তা হলে আমরা অনেকক্ষন কথা বললাম আপনাদের এই রোগের বিষয়ে। অনেক ধন্যবাদ।

উত্তরদাতা: ঠিক আছে। আপনাকে ও ধন্যবাদ।

----------৩৯:৪৯ মিনিট

----------oooooooooooooooooooo----------